ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড

কারখানা ও রেজিষ্টার্ড অফিসঃ উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম

পরিচালনা পর্ষদ প্রতিবেদন

৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ইষ্টার্ন কেবলস্ লিঃ (ইসিএল)-এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ, শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী এবং আমার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনাদের ভার্চুয়াল/ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এ উপস্থিতি আমাদের কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আজ আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে যার নেতৃত্বে জন্ম হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। ১৯৫৭ সালে শিল্প মন্ত্রী থাকা কালে তাঁর সোনার বাংলা বিনির্মানের অংশ হিসেবে তিনি শ্রমিক বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও তা অব্যাহত ছিল। জার্মানীর সরবরাহকৃত প্রযুক্তিতে ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আজ সে ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ এক অভূত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৭ সালে ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড এর ৪৯% শেয়ার অফলোড করা হয়। অবশিষ্ট ৫১% শেয়ার সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গত ১৮-১২-১৯৮৭ এবং ১৯-০৬-১৯৯৭ তারিখে প্রতিষ্ঠানটি যথাক্রমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হয়। কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে প্রতিষ্ঠানটি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আহুত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দরপত্রে বেসরকারি পর্যায়ে ক্যাবল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে অংশগ্রহণ করে কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর উৎপাদিত পণ্য এ প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে সরবরাহ করছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চই অবগত আছেন যে, বিশ্বব্যাপী নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রভাব বাংলাদেশেও বিরাজমান হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্বিক কার্যক্রমে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনার আলোকে সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে লোক সমাগম পরিহার তথা করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধকল্পে এবং সরকারি নির্দেশনায় ব্যয় সংকোচন নীতি অবলম্বন করে ইসিএল-এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আয়োজন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

এ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আপনাদের আন্তরিক ও প্রাণবন্ত উপস্থিতি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দসহ আমাকে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের উৎসাহিত ও সম্মানিত করেছে। তাই প্রতিষ্ঠান ও আমার নিজের পক্ষ থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

সুধীবৃন্দ

আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ইষ্টার্ন কেবলস্ লিঃ জার্মানীর M/S. Continhocar & Co. এর সহযোগীতায় এবং M/S. Kabel-Werke-Reinshagen এর সরবরাহকৃত প্রযুক্তিতে ১৯৬৭ সালে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় ৩৭.৬৯ একর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কঠোরভাবে স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে থাকে। জার্মানীর বিশ্ব বিখ্যাত Kable-Werke-Reinshagen হতে লাইসেন্স গ্রহণ এর সর্বোৎকৃষ্ট গুনগত মানের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, Kable-Werke-Reinshagen এর শতবর্ষের গবেষণা ও উন্নয়নের সমৃদ্ধ ফলাফল ইষ্টার্ন কেবলস্ এর সাথে শেয়ার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অত্যন্ত উদারভাবে আন্তর্জাতিক আদর্শ মানের সাথে মিল রেখে সর্বাধুনিক উৎপাদন প্লান্ট এবং স্পর্শকাতর পরীক্ষাগার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয় মানসম্পন্ন ক্যাবল ও কন্ডাক্টর তৈরীর জন্য। এর গুণ নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার এবং আধুনিক পিভিসি কম্পাউন্ডিং প্লান্ট পণ্যের কাঠামোগত, রাসায়নিক এবং তড়িৎ ধর্মাবলী যে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হচ্ছে সে নিশ্চয়তা বিধান করে। আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন টিমের সার্বক্ষনিক প্রচেষ্টা ধ্যান ও জ্ঞান শুধুমাত্র পণ্যের উৎপাদন কৌশল প্রণয়ন নিয়ে। আমাদের পণ্য যাতে সময়ের চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকতে পারে সে জন্য বিশ্বব্যাপী পরিদর্শণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বের এগিয়ে থাকা ক্যাবল ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থাগুলো হতে তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়।

পিভিসি ক্যাবল উৎপাদন হয় প্রধানত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড (বিডিএস), জার্মান মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড (ভিডিই), ব্রিটিশ মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড (নিউ বিএসএস) এবং ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (ওল্ড বিএসএস) অনুযায়ী। বেয়ার এবং ইন্সুলেটেড এসিএসআর এবং এএসি কন্ডাক্টর তৈরী হয় বিএস এবং এএসটিএম স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী। ক্রেতার চাহিদামত আন্তর্জাতিক যে কোন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ক্যাবল ও কন্ডাক্টর তৈরীর সক্ষমতা ইষ্টার্ন কেবলস্ এর রয়েছে।

ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড বিভিন্ন ধরনের এবং আকারের ডমেষ্টিক, ফেক্সিবেল, কন্ট্রোল এবং পাওয়ার ক্যাবল প্রস্তুত করে থাকে যার ভোল্টেজ রেটিং ১২ কেভি এবং ক্রস সেকশনাল এরিয়া সর্বোচ্চ ১০০০ বর্গ মিমি পর্যন্ত হয়ে থাকে, প্রধানত লেটেষ্ট জার্মান স্ট্যান্ডার্ড ভিডিই ০২৭১/৩.৬৯ এবং বিএস ৬০০৪:১৯৭৫ অনুসরণ করে থাকে। দেশ এবং দেশের বাহিরের চাহিদা অনুযায়ী সাবেক ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড বিএস ২০০৪ অনুযায়ী ডমেষ্টিক ক্যাবলও প্রস্তুত করে থাকে।

অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০২২ তারিখ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, আয়-ব্যয় বিবরণী ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন আপনাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি। কোম্পানির কার্য সম্পাদনের উপর আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শেয়ার মূলধন

বিবরণ	শেয়ার সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের মূল্য	মোট মূল্য	মন্তব্য
(ক) অনুমোদিত মূলধন	৬,০০,০০,০০০ (ছয় কোটি)	১০.০০ (দশ টাকা)	৬০,০০,০০,০০০/- (ষাট কোটি টাকা)	শুরুতে প্রতি শেয়ারের মূল্য ছিল ১০০ টাকা। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ মোতাবেক বিগত ২৪-১১-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ইজিএম এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি শেয়ারের মূল্য করা হয়েছে ১০ টাকা।
(খ) ইস্যুকৃত ও পরিশোধিত মূলধন	২,৬৪,০০,০০০ (দুই কোটি চৌষট্টি লক্ষ) শেয়ার	১০.০০ (দশ টাকা)	২৬,৪০,০০,০০০/- (ছাব্বিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা)	১০তম এজিএম-এ ঘোষিত ৪ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ও ৩২তম এজিএম এ ঘোষিত ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বোনাস শেয়ার অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কেবলস্ ও কন্ডাক্টর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৫০০ মেট্রিক টনের বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৪৯৩.০৯ মেট্রিক টন। পক্ষান্তরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪৫০০ মেট্রিক টনের স্থলে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছিল ১,৯৪১.০০ মেট্রিক টন। শ্রমিক/কর্মচারী/ কর্মকর্তাবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি পর্যায়ে কেবলস্ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতাপূর্বক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আহুত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণ করে কাঙ্খিত কার্যাদেশ না পাওয়ায় উৎপাদন সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মূলধন ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

বিক্রয়

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ক্যাবল ও কন্ডাক্টর বিক্রয়ের ল্যমাত্রা ৪৫০০ মেট্রিক টনের বিপরীতে ৫৫০.৯৮ মেট্রিক টন প্রকৃত বিক্রয় হয়েছে। অন্যদিকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ৪৫০০ মেট্রিক টনের স্থলে প্রকৃত ২,০৭২.৮৩ মেট্রিক টন বিক্রয় হয়েছিল। বেসরকারি পর্যায়ে ক্যাবল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতাপূর্বক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আহুত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণ করে কাঙ্খিত কার্যাদেশ না পাওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ২৬৭৮.১৭ লক্ষ টাকা, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল ৬,৭৪৯.১৩ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকৃত বিক্রয় হয়েছিল ২,০৭২.৮৩ মেট্রিক টন কিন্তু ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রকৃত বিক্রয় হয়েছে ৫৫০.৯৮ মেট্রিক টন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন স্তরে ব্যয় হ্রাস, ওল্ড স্টক বিক্রয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিক্রিত পন্যের খরচ আনুপাতিক হারে হ্রাস করা হয়েছে।

মুনাফা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর-পূর্ব মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ৫১৭.৪৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে কর-পূর্ব মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৮৫.৮৩ লক্ষ টাকা। গত বছরে কর-পূর্ব লোকসান হয়েছিল ১,২১৯.৯৪ লক্ষ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উৎপাদন ও বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব না হলেও পরিচালনা পর্ষদের সঠিক দিক নির্দেশনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় সংকোচন নীতি অবলম্বন করে অর্থবছর শেষে মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

মুনাফা/ (লোকসান) বিবরণী

মুনাফা/(লোকসানের) বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

বিবরণ	৩০.০৬.২০২২ (লক্ষ টাকায়)	৩০.০৬.২০২১ (লক্ষ টাকায়)
নিট বিক্রয়	৩৮৪৯.৫২	৬৭৮৬.৯৯
বাদঃ বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	(২৬৭৮.১৭)	(৬৭৪৯.১৩)
মোট মুনাফা/(লোকসান)	১১৭১.৩৫	৩৭.৮৭
বাদঃ প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বন্টন এবং আর্থিক খরচাদি	(১১০৩.৫৬)	(১২৭০.৭০)
যোগঃ বিবিধ আয়	২২.৫৫	১২.৯১
শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও আয়কর পূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৯০.৩৪	(১২১৯.৯৫)
শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে বরাদ্দ	৪.৫১	-
আয়কর পূর্ব নিট মুনাফা/(লোকসান)	৮৫.৮৩	(১২১৯.৯৫)
আয়কর সংস্থান	৪.৭৮	(১৬.৫৭)
আয়কর পরবর্তী নিট মুনাফা/(লোকসান)	৯০.৬১	(১২৩৬.৫১)
পূর্ববর্তী বছরের অবশিষ্ট মুনাফা/লোকসানের জের	(৩১১৭.৮৫)	(২৯৪০.৬৩)
যোগঃ যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এর সাথে সমন্বয়	-	১০৫৯.২৯
বিতরণের জন্য মুনাফা/(লোকসান)	(৩০২৭.২৪)	(৩১১৭.৮৫)
অবশিষ্ট পুঁঞ্জিভূত মুনাফা/ (লোকসানের) জের	(৩০২৭.২৪)	(৩১১৭.৮৫)

লভ্যাংশ ঘোষণা

কোম্পানির সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিফিকেশন অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকা সত্ত্বেও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ২% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণার সুপারিশ করেন ।

২০২১-২২ অর্থবছরের সাথে পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য

লক্ষ টাকা

বিবরণ	বার্ষিক আর্থিক বিবরণ	
	২০২১-২২	২০২০-২১
নিট বিক্রয়	৩৮৪৯.৫২	৬৭৮৬.৯৯
বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়	(২৬৭৮.১৭)	(৬৭৪৯.১৩)
মোট লাভ	১১৭১.৩৫	৩৭.৮৭
পরিচালন ব্যয়	(১১০৮.০৮)	(১২৭০.৭০)
করপূর্ব নিট মুনাফা/(লোকসান)	৮৫.৮৩	(১২১৯.৯৫)
কর পরবর্তী নিট মুনাফা/(লোকসান)	৯০.৬১	(১২৩৬.৫১)
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকা)	০.৩৪	(৪.৬৮)
শেয়ার প্রতি নিট এ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) (টাকা)	৩৪৪.০৬	১০.৪২
শেয়ার প্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (এনওসিএফপিএস) (টাকা)	০.৪৫	৮.১৪
পুঞ্জিভূত মুনাফা	(৩০২৭.২৫)	(৩১১৭.৮৫)

২০২১-২০২২ অর্থবছরের হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নীট বিক্রয় কম হলেও বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় মোট লাভে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য খরচ হ্রাস পাওয়ায় চূড়ান্ত ফলাফলে কর পূর্ব নীট লাভ অর্জিত হয়েছে। ফলে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ০.৩৪ টাকা যা পূর্ববর্তী বছর ছিল (৪.৬৮) টাকা।

সম্পদের পুনঃমূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানটি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নীতিমালার ভিত্তিতে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান আহমেদ জাকের এন্ড কোং, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস কর্তৃক সম্পদের পুনঃমূল্যায়ন সম্পাদন করেছে। গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৪১৯তম সভায় বিষয়টি অনুমোদিত হওয়ার পর নিয়মানুযায়ী এসইসি, ডিএসই, সিএসই এবং শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। গত বছর নীট সম্পদ ছিল ২৭,৫১,৭৬,০৩৭.০০ (সাতাইশ কোটি একান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতত্রিশ) টাকা এবং শেয়ার প্রতি নীট সম্পদের মূল্য ১০.৪২ টাকা ছিল। সম্পদ পুনঃমূল্যায়নের পর নিট সম্পদ হয়েছে ৯০৮,৩০,৯১,৯০৮.০০ (নয়শত আট কোটি ত্রিশ লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত আট) টাকা এবং শেয়ার প্রতি নীট সম্পদের মূল্য হয়েছে ৩৪৪.০৬ টাকা।

জাতীয় রাজস্ব তহবিলে জমা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় রাজস্ব তহবিলে ১১৪৫.৯৮ লক্ষ টাকা জমা করেছে। গত অর্থবছরে উক্ত খাতে পরিশোধের পরিমাণ ছিল ২৬৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা।

করপোরেট সামাজিক দায়িত্ব

ইষ্টার্ন কেবলস্ লিঃ পরিবেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল অবদান রেখে চলেছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে সহায়তাকরণ, কারখানা কম্পাউন্ডে বৃক্ষরোপণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাষ্ট্রীয় সকল অনুষ্ঠান উৎযাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কর্মক্ষেত্রকে পরিবেশবান্ধব রাখা এবং কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ঝুঁকি ভাতা এবং কিছু সংখ্যক শ্রমিক/কর্মচারী ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকায় তাদের স্বাস্থ্য হানি যাতে না ঘটে সে জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা হয়।

শুদ্ধাচার কৌশল ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা / ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র প্রয়োগ/বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রম, শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান, ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অধিকাংশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জাতীয় দিবস উদযাপনঃ

ইস্টার্ন কেবলস্ লিঃ এর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকগন জাতীয় দিবসসমূহ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে পালন করে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, জাতীয় শিশু দিবস এবং জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে কারখানা ও প্রধান কার্যালয়, বিএসইসি'তে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল-এর জন্মবার্ষিকী, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর জন্মবার্ষিকী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন করা হয়। উক্ত দিবসগুলোতে কারখানার মসজিদে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। এছাড়া শহীদ দিবস, বিজয় দিবসে র‍্যালী, ব্যানার, ফেস্টুন, দোয়া, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রচনা, কবিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, গরিব দুস্থদের খাবার বিতরণ ও যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে দিবসসমূহ পালন করা হয়। এ সকল কর্মসূচি পালন কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে বহুমুখী ভূমিকা রাখছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অনুমোদিত মানব সম্পদ কাঠামো অনুযায়ী কোম্পানির কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা মোট ৪১০ জন। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে কর্মরতদের সংখ্যা ছিল ১৫৯ জন। প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। একইসাথে মেকানিকদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু, বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কোম্পানি তথা দেশের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কও সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং শিল্প বান্ধব।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানি পরিচালনা করা হচ্ছে। কারখানার চারদিকের রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কারখানার অভ্যন্তরে নিয়মিত আগাছা কেটে পরিষ্কার করা হয়। এছাড়া কারখানার অব্যবহৃত জমিতে শাক সবজি, ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে বনায়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি ফুলের বাগান পরিচর্যা করা হয়।

কোভিড-১৯ (করোনা) ভাইরাস সংক্রমণ রোধে গৃহীত কার্যক্রম

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ/বিস্তার রোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বিএসইসি'র নির্দেশনা প্রতিপালন করে অর্ধেক সংখ্যক জনবল দিয়ে উৎপাদন, বিক্রয় ও দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছিল। ইসিএল এর কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকদের করোনার ভ্যাকসিন গ্রহণের নিমিত্ত রেজিস্ট্রেশনকরণ পূর্বক ভ্যাকসিন গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যায় হতে আগতদের মাস্ক বিতরণ করা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ দ্বারে সাবান দিয়ে হাত ধৌত করার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে জীবানুনাশক টানেল স্থাপন, তাপমাত্রা পরিমাপের নিমিত্ত ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ব্যবহার করা এবং কারখানার অভ্যন্তরে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায় হ্যান্ডসেনিটাইজার ব্যবহার, হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাঁচি কাশির শিষ্টাচার মেনে উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সেইফটি, নিরাপত্তা ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা

কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড নির্বিঘ্ন রাখতে সার্বিক নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের স্ব-স্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনায় এবং সেইফটি বিধিমালা যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অধিকতর জোরদারকরণের লক্ষ্যে অফিস ও কারখানায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। কারখানার অভ্যন্তরে প্রকৌশলী ও শ্রমিক কর্তৃক কাজ করার ক্ষেত্রে হেলমেট, হ্যান্ড গ্লাভস, নিরাপদ জুতা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে উর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করা এবং পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়। বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণ পদ্ধতি চালু রয়েছে। অগ্নি-দূর্ঘটনা রোধকল্পে ফায়ার এক্সটিংগুইসার কারখানার বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন/সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে মহরার মাধ্যমে সকলকে প্রশিক্ষণ ও সচেতন করা হয়।

পরিচালক নির্বাচন

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের বিধান মোতাবেক ৯ (নয়) জন পরিচালক দ্বারা কোম্পানি পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন, ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একজন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োজিত আছেন। এছাড়া কোম্পানি বোর্ড কর্তৃক আরো একজন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। যা অনুমোদনের জন্য কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন ও কোম্পানি আইনে এক-তৃতীয়াংশ পরিচালক পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহণের বিধান রয়েছে। তবে অবসর গ্রহণকারী পরিচালকগণ পুনঃমনোনয়ন/নির্বাচনের যোগ্যতা রাখেন। এ প্রেক্ষিতে অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ সভায় গ্রুপ 'এ' থেকে দু'জন এবং গ্রুপ 'বি' থেকে একজন পরিচালকসহ ০৩ (তিন) জন পরিচালক নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত /মনোনীত হবেন।

নিরীক্ষক

কোম্পানি বোর্ডের সুপারিশ মোতাবেক ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে জোহা জামান কবির রশীদ এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কোম্পানির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী একই নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পর পর তিন অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা যায়। এ প্রেক্ষিতে জোহা জামান কবির রশীদ এন্ড কোং, চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট বিগত অর্থবছরের অনুরূপ ফি'তে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য আগ্রহের প্রেক্ষিতে কোম্পানি বোর্ড তাদেরকে পুনরায় নিয়োগের সুপারিশ করেছে। কোম্পানি বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী নিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়টি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

করপোরেট গভর্নেন্স কোড নিরীক্ষক

কোম্পানি বোর্ডের সুপারিশ ও ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে Saifur Enayet & Associates, Cost & Management, Accountants কোম্পানির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের Reporting and Compliance of Corporate Governance Code নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন পূর্বক সার্টিফিকেট দাখিল করেছে যা বার্ষিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে। তারা উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে বোর্ড পুনরায় তাদেরকে নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। বোর্ড সভার সুপারিশ অনুযায়ী অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগনের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড (ইসিএল) শুরু থেকে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক কেবলস্ ও কন্ডাক্টর উৎপাদন পূর্বক বাজারজাত করে আসছে। ইসিএল পন্য বহুমূখীকরণ এবং বর্তমান প্রতিযোগীতা মুলক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিম্নোক্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেঃ

ক. জেলা শহর গুলোতে ইসিএল এর ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।

খ. ইসিএল এর Existing Facilities এর মাধ্যমে FRLS এবং LSZH ইন্সুলেটেড ক্যাবল সমূহ বানিজ্যিকভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ. প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ইসিএল এর পন্যের পরিচিতির জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

ঘ. সাশ্রয়ী মূল্যে কাচাঁমাল প্রাপ্তির লক্ষ্যে ফ্রেমওর্য়াক এগ্রিমেন্ট এর মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ. চুয়েট এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসিএল এর কারখানা ভবন সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

চ. বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পুরনের লক্ষ্যে ইসিএল এর অব্যবহৃত খালি জায়গায় XLPE Insulated Cable উৎপাদনের জন্য XLPE CCV Line (Volt rating 0.22 KV to 36K.V and above) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ছ. ACCC কন্ডাক্টর উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

করপোরেট গভর্নেন্স

ইসিএল প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান অনুসরণের মাধ্যমে সুব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। কোম্পানি করপোরেট ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট আছে। কোম্পানিটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এ তালিকাভুক্ত বিধায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধি বিধান অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী ও শেয়ার মালিকানার বিষয়ে প্রতিবেদন যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে থাকে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নম্বরঃ BSEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80 dated: 03 June 2018 মোতাবেক আর্থিক তথ্যাদি ও গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন এবং অন্যান্য শর্তাদি প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ

ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর থেকে আপনাদেরকে স্টক ও নগদ লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিক্রয় কম হলেও ওভারহেড হ্রাস ও বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অর্থবছরে আপনাদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ইসিএল এ উৎপাদিত ক্যাবল এর গুণগত মান উন্নত হওয়ায় শুধু দেশীয় বাজারে নয় বর্তমানে বিদেশেও ক্যাবল রপ্তানি করা হচ্ছে। ইসিএল যে সকল ভবিষ্যত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তার ফলে অচিরেই প্রতিষ্ঠানটি আরো লাভজনক হবে এবং আপনাদেরকে আগামীতে সন্তোষজনক লভ্যাংশ প্রদান করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ হতে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করে ব্যবসায়িকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ইসিএল পরিবার যে ধৈর্য, সাহস ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে, সেজন্য আমি সকলের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের আরো উন্নতির স্বার্থে আমি কোম্পানির সম্মানিত সকল শেয়ারহোল্ডার, ডিলার এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি। আমরা বিশ্বাস করি, যুগপৎ আন্তরিকতায় অবশ্যই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবো ইনশাল্লাহ।

আজকের সভায় উপস্থিত থেকে অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে বক্তব্য শোনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ জীবন কামনা করছি। এখন আমি কোম্পানির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালনা পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ সোবহানাল্লাহু তায়ালা আমাদের সহায় হোন। আল্লাহ হাফেজ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, এনডিসি
চেয়ারম্যান